উত্তরবঙ্গ সংবাদ

30th June, 2002

মন নিয়ে

ডাঃ কেদাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে, ঘায়েল হয়ে...

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারের ইচ্ছা শিক্ষকরা কেবল বিদ্যায়তনেই মনোযোগ দিয়ে পড়ান। কিন্তু সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা বলছে ক্লাসঘরে যত ভালই পড়ানো হোক না কেন অন্তত ৪২ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর প্রাইভেট টিউশন দরকার। তথ্যটা এ রাজ্যের নয়। বিশ্বখ্যাত নিউজউইক পত্রিকা আমেরিকার ছাত্রছাত্রীদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য পেয়েছে।

ক্লাসরুমে পড়ানোর কিছু ত্রুটির জন্য প্রাইভেট টিউশন অনেক সময় দরকার হয় এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ক্লাসে কিছু ছাত্রছাত্রী থাকে, যাদের যত্ন নিয়ে পড়ালেও ফলাফল ভাল হয় না। এদেরই কেউ কেউ পরীক্ষায় বারবার ফেল করে। আমরা এদের বোকা, হাবা, ক্যাবলা বলে ব্যঙ্গ করি। কিন্তু এদের যে সত্যিই 'নিতে পারার' ক্ষমতা কম সেটা আমরা বুঝতে চাই না। বাবা-মা বাড়িতে যথেষ্ট যত্ন নিয়ে পড়ালেও পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে না এরা। তবে এডুকেশনাল থেরাপির মাধ্যমে এদের চিকিৎসা সম্ভব।

● প্রাইভেট টিউশন বনাম এডুকেশনাল থেরাপি

প্রাইভেট টিউশনের মাধ্যমে সাধারণত শেখার প্রাথমিক পাঠ বা বেসিক অ্যাকাডেমিক স্কিল শেখানো হয়। পড়ানো হয় অঙ্ক, ইতিহাস বা ইংরাজির মত কিছু নির্দিষ্ট বিষয়। পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কেও পরামর্শ দেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই পদ্ধতিতে উপকৃত হতে পারে।

এডুকেশনাল থেরাপি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের ডাক্তারবাবু বিশেষভাবে পরীক্ষা করে এই পদ্ধতি ব্যবহারের সুপারিশ করেন। এর সাহায্যে প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের কিছু সূক্ষ্ম শারীরিক অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করা হয়। এডুকেশনাল থেরাপির মধ্যে আছে মেমোরি ট্রেনিং বা স্মৃতিকে কাজে লাগানোর শিক্ষা। কানে শুনে কোনো জিনিস বোঝার ক্ষেত্রে এই ধরনের ছাত্রছাত্রীদের কিছু সমস্যা থাকে। সেদিকে নজর দেওয়া হয়। নজর দিতে হয় ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্রিহেনশন বা কথ্য বা লিখিত ভাষা বোঝার দিকেও। দৃষ্টিশক্তিতে কোনো সমস্যা না থাকলেও কোনো জিনিস দেখে তা বুঝতে পারার মধ্যে এদের কিছু সমস্যা থাকে সেসব দিকেও নজর দেন প্রশিক্ষকরা।

এই বিশেষ ধরনের ছাত্রছাত্রীদের শরীরে বা মনে এই সমস্যাগুলি দূর করা গেলে শুরু হয় প্রাথমিক পাঠ বা বেসিক অ্যাকাডেমিক স্কিল শেখানো। অর্থাৎ লেখা, পড়া, কথা বলা, নির্দিষ্ট বিষয় ধরে পড়ানো ইত্যাদি। এই পদ্ধতি হাতেকলমে ব্যবহার করে সাফল্য পাওয়া গেছে। এতে বারবার ফেল করা ছাত্রকে একেবারে ফার্স্ট সেকেন্ড করে দেওয়া সম্ভব নয় তবে ঠিকভাবে এই পদ্ধতির ব্যবহার হলে তারা মোটামুটি পাস করে যাবে। এডুকেশনাল থেরাপি এই বিশেষ ধরনের ছাত্রছাত্রীদের মনেও বিশেষ প্রভাব ফেলে। এরা যখন বুঝতে পারে, কারোর সাহায্য ছাড়া নিজেরাই কোনো পাঠ্যবস্তু পড়ে বুঝতে পারছে, তখন তাদের মনে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস জাগে।

● শেখার কি বয়স আছে ?

আমাদের মস্তিষ্ক বা ব্রেন সম্পর্কে একটা তথ্য অনেকেই জানেন না—এই অঙ্গটি শিখতে, চর্চা করতে বিশেষ পছন্দ করে। শিক্ষাকে মস্তিষ্কের পুষ্টি উপাদানও বলা যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে নিয়মিত চর্চা করলে মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি বাড়ে। তাই লার্নিং ডিসেবলিটি বা শেখার অসুবিধা দূর করার কোনো বয়স নেই। বয়স্কদের ক্ষেত্রেও এডুকেশনাল থেরাপি ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে।— আগামী সপ্তাহে ছোটোদের আরও কিছু সমস্যা নিয়ে কথা হবে।

চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ : ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বিহেভিয়ারাল সায়ান্সেস। ১১৫ ই, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩। ফোন : (০৩৩) ২৪৬৯৬৬২/২১৬৬০২৬. ওয়েবসাইট www. nibsindia. com. ইমেল nibsindia @ vsnl. com। মন নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন থাকলে লিখুন—স্বাস্থ্যবিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বাগরাকোট, সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি-৭৩৪৪০১।